প্রথম আলো

তারিখ 06 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে খাদিজা

হামলাকারীকে অছাত্রলীগ বললেই দায় ঘোচে না

সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী খাদিজা বেগম ওরফে নার্গিসকে চাপাতি দিয়ে কোপানো বদরুল আলম ছাত্রলীগের নন, এ দাবি করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নিজেদের দায় এড়াতে চেয়েছে। অতীতেও সংগঠনের নেতা-কর্মীদের কৃতকর্মের দায় অস্বীকার করাকেই ভাবমূর্তি রক্ষার উপায় ভাবা হয়েছে। কিন্তু আসলে যা প্রত্যাশিত ছিল তা হচ্ছে হামলাকারীর বিচারের দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করা। আর এই অবস্থান তখনই অর্থবহ হবে, যখন সংগঠনটি এ ধরনের নির্যাতক ও খুনিপ্রবণতার নেতাদের সংস্রব একেবারেই পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সে ধরনের কোনো সাংগঠনিক অবস্থান ও উদ্যোগের চেয়ে বরং তারা একটি বিবৃতি দিয়ে দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ নিয়েছে।

এর আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দাবি করেছিলেন, ছাত্রলীগ মানেই খারাপ কিছু সেটা সত্য নয়। তবে সারা দেশে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী বা সেই পরিচয়ধারীরা ক্রমবর্ধমান হারে নানা ধরনের সামাজিক অপরাধের সঙ্গে যে জড়িত হয়ে পড়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। আলোচিত ও ধিক্কৃত বদরুল অতীতেও আক্রান্ত খাদিজাকে উত্ত্যক্ত করেছিলেন। অথচ *প্রথম আলোর* গতকালের সংবাদ বলছে, তখন খাদিজার পক্ষে নয়, প্রশাসন কাজ করেছিল বদরুলের পক্ষে! এভাবে দুষ্ট পালনের ধারাবাহিকতাতেই একের পর এক নৃশংস ঘটনা ঘটে চলে। সম্প্রতি তেজগাঁও কলেজ ছাত্রলীগের এক নেতার বিরুদ্ধে আফসানা নামের একটি মেয়েকে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল।

প্রেমঘটিত বিষয়ে সহিংসতার নজির বিরল নয়। কিন্তু যেটা আশঙ্কাজনক সেটা হলো অভিযুক্ত বদরুল এতটাই বেপরোয়া যে চাপাতি দিয়ে প্রকাশ্যে এলোপাতাড়ি কোপানোর স্পর্ধা দেখাতে কসুর করেননি।

তবে ছাত্রলীগের ভেতরে থাকা দুর্বৃত্তদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের এখনই উপযুক্ত সময়। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ছাত্রলীগের দাবি অনুযায়ী অপকর্মকারীদের কেউ কেউ ছাত্রলীগের না হয়েও সংগঠনের নাম ব্যবহার করছে। সেটাও তো কম উদ্বেগের বিষয় নয়।

খাদিজা সুস্থ হয়ে উঠুক, হামলাকারী বদরুলের দ্রুত বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত হোক।